১৯১৩ সালের কোম্পানী আইনের ২৬ ধারার

আওতায় সংস্থাযুক্ত

বাংলাদেশ পোল্ট্রী ইণ্ডাষ্ট্রীজ এসোসিয়েশন

এর

সংঘ স্মারক
(মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশন)

এবং

সংঘ বিধি
(আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন)

ঢাকা - ৪৪ - ৭৬০৭ - ৭৬৬৪

Certificate of Incorporation

No. সিটিও ২০৮(১০)/৯২ of 19—19

I hereby certify *that* বাংলাদেশ পোল্ট্রী ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন

× × ×

is this day incorporated under the Companies Act (Act VII) of 1913 and that the Company is Limited.

Given under my hand at Dhaka

this Fifteenth *day of* February

One thousand nine hundred and Ninety-two

Registrar of Joint Stock Companies

Bangladesh.

J. S. C.—34.

BGP-84/85-13069 J-10,000 copies 1985.

১৯১৩ সালের কোম্পানী আইনের ২৬ ধারার
আওতায় সংস্থাযুক্ত

বাংলাদেশ পোল্ট্রী ইণ্ডাষ্ট্রীজ এসোসিয়েশন

এর

সংঘ স্মারক

(মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশন)

১। কোম্পানীর নাম ঃ "বাংলাদেশ পোল্ট্রী ইণ্ডাষ্ট্রীজ এসোসিয়েশন"

২। কোম্পানীর রেজিষ্ট্রীকৃত অফিস বাংলাদেশে অবস্থিত থাকবে।

৩। চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে সমিতির আঞ্চলিক অফিস থাকিবে।

৪। সমিতির কার্যক্রম সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত থাকিবে।

৫। সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

ক) বিশেষভাবে সমিতির সদস্যদের স্বার্থে এবং সাধারণভাবে দেশের হাঁস-মুরগী, মৎস্য চাষ, পশুপালন কৃষি-শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য এবং সমজাতীয় পণ্য উৎপাদনে এবং বিপননে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানী/ফার্ম সমূহের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন।

খ) বর্ণিত ও সমজাতীয় অন্যান্য দ্রব্যাদির উৎপাদনে, ব্যবসায়ে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানী সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যবসায়ের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ।

গ) পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে এই ব্যবসায়ে নিয়োজিত ব্যবসায়ীদের একটি অভিন্ন ব্যবসানীতি পালন এবং নিজেদের মধ্যে অহেতুক প্রতিযোগিতা পরিহার করা।

ঘ) সমিতির সদস্যদের মধ্যে সর্ব প্রকার সাহায্য, সহায়তা ও সহযোগিতার মাধ্যমে বন্ধুত্ব ও সোহার্দপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা।

ঙ) সমিতির স্বার্থ রক্ষার্থে ও উন্নয়ন সাধনের জন্য সরকারী/আধাসরকারী অফিস, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, বিধিবদ্ধ করপোরেশন, চেম্বার অব কমার্স এবং অন্যান্য দেশী ও বিদেশী বানিজ্যিক ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন।

চ) সমিতির সদস্যদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি তথা মতবিরোধের সৃষ্টি হইলে উহার নিরসন করিয়া ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনে যত্নবান হওয়া।

ছ) সমিতির সদস্যদের মধ্যে ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে কোন বিরোধের সৃষ্টি হইলে সালিসের মাধ্যমে উক্ত বিরোধের অবসান করা।

জ) জনহিতকর কাজে আর্থিক সাহায্য প্রদান।

ঝ) শুধুমাত্র সমিতির সদসাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বানিজ্যিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা।

ঞ) সমিতির কাজে ব্যবহারের জন্য অথবা উদ্দেশ্য পুরণের জন্য জমি, ভবন অথবা অফিস ক্রয় বা লীজ গ্রহণ করা।

ট) সরকার হইতে সমিতির নামে প্লট বরাদ্দ লওয়া অথবা ক্রয় করা নিজস্ব জমির উপর ভবন নির্মাণ অথবা অন্য কোন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা, এবং

ঠ) সমিতির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন ধরনের প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করা।

৬। সমিতির আয় এবং সহায় সম্পদ শুধুমাত্র উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত হইবে এবং উহাদের কোন অংশ প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে লাভ হিসাবে সদস্যদেরকে ডিভিডেণ্ড, বোনাস বা অন্য কোন আকারে দেওয়া যাইবে না। তবে সমিতি, কর্মচারী বা প্রাক্তন কর্মচারীদের বেতন, পেনসন, ভাতাদি, যাতায়াত ভাড়া, বোনাস অথবা অন্য কোন পারিশ্রমিক প্রদান ইহার আওতায় পড়িবে না।

৭। সমিতির সদস্যগণের দায় দায়িত্ব সীমিত।

৮। কোন সদস্যের সদস্যকাল মধ্যে অথবা সদস্য পদ শেষ হওয়ার এক বৎসরের মধ্যে যদি সমিতি অবসায়ন করা হয়, তবে সমিতির ঐ কালবর্তীর দেনা ও দায়িত্ব পরিশোধের জন্য এবং অবসায়নের যাবতীয় খরচ, চার্জ এবং সদস্যদের দাবী-দাওয়া সংক্রান্ত রায়ের খরচ বাবদ সমিতির প্রত্যেক সদস্যকে সমিতির তহবিলে প্রয়োজনীয় টাকা দিতে হইবে। তবে এই দেয় টাকার পরিমাণ কোনক্ষেত্রেই ৯০০ টাকার উপরে হইবে না।

৯। যদি সমিতির অবসান বা অবসায়নের পর উহার সকল ঋণ ও দায় দেনা সমূহ সন্তোষজনকভাবে পরিশোধের পর যে পরিমাণই হউক কোন সম্পত্তি বা পরিসম্পদ অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা উক্ত সমিতির সদস্যগণের মধ্যে প্রদান বা বিতরণ করা হইবে না। সমিতির যে সভায় সমিতি অবসায়নের সাব্যস্ত হয় সেই সভার $\frac{3}{5}$ অংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অথবা কোন উপযুক্ত আদালতের রায় মোতাবেক এই সমিতির উদ্দেশ্য ভিত্তিক কোন প্রতিষ্ঠানকে দান বা হস্তান্তর করিতে হইবে।

১০। সমিতির সংবিধান পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রবর্তিত ও প্রচলিত ট্রেড অর্গানাইজেশন অধ্যাদেশের বিধান সমূহ সর্বোতভাবে কার্য্যকরী হইবে এবং সমিতির কার্য্যাদি পরিচালনার বিধি বিধান অনুসরণ করিয়া নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হইবে।

১১। সমিতির সংগঠন ও কার্য্যাদি পরিচালনার জন্য এই সংঘ স্মারকের বিধান সাপেক্ষে ট্রেড অর্গানাইজেশন অধ্যাদেশের বিধানমতে গন-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হইতে লাইসেন্স প্রাপ্ত হইয়া এই সমিতি কোম্পানী আইন, ১৯১৩ এর ২৬ ধারার বিধান বলে নিবন্ধিকৃত হইবে।

আমরা কতিপয় ব্যক্তি যাহাদের নাম, ঠিকানা, পেশা ও জাতীয়তা নিম্নে প্রদত্ত হইল, একত্রিত হইয়া উপরোল্লিখিত সংঘ স্মারক অনুসারে একটি সমিতি গঠনে সম্মত হইয়া স্ব-স্ব নামের বিপরীতে স্বাক্ষর প্রদান করিলাম।

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	পদবী	স্বাক্ষর
১।	জনাব নুরুল হক চৌধুরী মর্ডান পোল্ট্রী এণ্ড ফিস কালচার ইণ্ডাস্ট্রীজ লিঃ, গাজীপুর। বাংলাদেশী।	মালিক	
২।	জনাব আজিজুর রহমান কর্ণপাড়া পোল্ট্রী ফার্ম, সাভার। বাংলাদেশী।	মালিক	
৩।	জনাব রেজাউল হক চৌধুরী বাগেরহাট পোল্ট্রী, বাগেরহাট। বাংলাদেশী।	মালিক	
৪।	জনাব জাহিদ সিদ্দিক জাহিদ পোল্ট্রী, খুলনা। বাংলাদেশী।	মালিক	
৫।	জনাব ইমেজ হাসনাইন খুলনা পোল্ট্রী, খুলনা। বাংলাদেশী।	মালিক	
৬।	জনাব সাইফুর রহমান গ্রীণ এণ্ড হোয়াইট পোল্ট্রী, মিরপুর, ঢাকা। বাংলাদেশী।	মালিক	
৭।	জনাব মোশারফ হোসেন সোনালী ফিসিং এণ্ড পোল্ট্রী, গোপালগঞ্জ। বাংলাদেশী।	মালিক	
৮।	জনাব আওলাদ হোসেন দেওয়ান দেওয়ান পোল্ট্রী, কেরানীগঞ্জ। বাংলাদেশী।	মালিক	
৯।	মিসেস মিতা খান খান পোল্ট্রী, হালীশহর, চট্টগ্রাম। বাংলাদেশী।	মালিক	
১০।	জনাব গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী নবযুগ পোল্ট্রী, সিলেট। বাংলাদেশী।	মালিক	
১১।	জনাব ফজলে নিজামী সিরাজগঞ্জ পোল্ট্রী, সিরাজগঞ্জ। বাংলাদেশী।	মালিক	
১২।	মিসেস এস, বি, করিম জিনাত মিশ্র কৃষি খামার, গাজীপুর। বাংলাদেশী।	মালিক	

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	পদবী	স্বাক্ষর
১৩।	ডঃ সিরাজুল ইসলাম ইসলাম পোল্ট্রী, রাজশাহী। বাংলাদেশী।	মালিক	
১৪।	গোলাম রব্বানী এ বি সি পোল্ট্রী, জয়পুরহাট। বাংলাদেশী।	মালিক	
১৫।	অহিদুজ্জামান জামান পোল্ট্রী, বগুড়া। বাংলাদেশী।	মালিক	
১৬।	মুন্নী চৌধুরী মানিক পোল্ট্রী, গোপালগঞ্জ। বাংলাদেশী।	মালিক	
১৭।	মোল্লা হাবিবুর রহমান হাবিব পোল্ট্রী, সায়েড়া, বাগেরহাট। বাংলাদেশী।	মালিক	
১৮।	আবুল কালাম একতা পোল্ট্রী ফার্ম, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। বাংলাদেশী।	মালিক	
১৯।	রহিমুল হক বরিশাল পোল্ট্রী, বরিশাল। বাংলাদেশী।	মালিক	
২০।	আবদুল আলিম আলিম পোল্ট্রী, টাঙ্গাইল। বাংলাদেশী।	মালিক	
২১।	মিসেস আকতার জাহান চৌধুরী জাহান পোল্ট্রী, দিনাজপুর। বাংলাদেশী।	মালিক	
২২।	এস, বোরহান উদ্দিন সাতক্ষীরা পোল্ট্রী, সাতক্ষীরা। বাংলাদেশী।	মালিক	
২৩।	মিসেস সাজেদা বেগম সি-গাল পোল্ট্রী, কক্সবাজার। বাংলাদেশী।	মালিক	
২৪।	এস, মাহবুবর রহমান মাহবুব পোল্ট্রী, দিনাজপুর। বাংলাদেশী।	মালিক	
২৫।	তোফাজ্জল হোসেন তহরা পোল্ট্রী ফার্ম, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ। বাংলাদেশী।	মালিক	

তারিখ, ঢাকা, এই ... ... উনিশশত একানব্বই

উপরোক্ত সাক্ষী—

স্বাক্ষর—

তারিখ—

১৯১৩ সালের কোম্পানী আইনের ২৬ ধারার
আওতায় সংস্থাবুক্ত

বাংলাদেশ পোল্ট্রী ইণ্ডাষ্ট্রীজ এসোসিয়েশন

এর

সংঘ বিধি

(আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন)

১। বিষয় বা প্রসংগ ঘটিত কোন বৈষম্য না থাকিলে এই সংঘ বিধিতে ঃ

ক) "অধ্যাদেশ" বলিতে 'ট্রেড অর্গানাইজেশন অধ্যাদেশ, ১৯৬১" যে অবস্থায় পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধিত আকারে বাংলাদেশে প্রচলিত আছে এবং উহা প্রণীত নিয়মাবলী বুঝাইবে।

খ) "আইন" বলিতে কোম্পানী আইন, ১৯১৩ যে অবস্থায় পরিবর্তন বা সংশোধিত আকারে বাংলাদেশে প্রচলিত আছে এবং উহার অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী বুঝাইবে এবং ১৯১৩ সালের ২৬ নং ধারার তৃতীয় তপছিলের ফরম "বি"তে বর্ণিত প্রবিধান সমূহ এই সমিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

গ) 'সংঘ বিধি" বলিতে এই সমিতির সংবিধান বা পরিচালনা বিধি বুঝাইবে। রেজিষ্ট্রী করা সংঘ বিধির বর্ণিত নিয়মাবলীর দ্বারা সমিতির কার্য পরিচালনা করিতে হইবে। তবে নিয়মমাফিক পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধিত করা যাইবে এবং সেইভাবে পরিচালিত হইবে।

"সমিতি" বলিতে বাংলাদেশ পোল্ট্রী ইণ্ডাষ্ট্রীজ এসোসিয়েশন বুঝাইবে।

"সদস্য" বলিতে এই সমিতির একজন সদস্য বুঝাইবে।

"নির্বাহী পরিষদ" বলিতে সমিতির সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সংসদকে বুঝাইবে। ইহার কার্য্যাবলী সমিতির সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হইবে। তবে ইহা ট্রেড অর্গানাইজেশন অধ্যাদেশের নিয়ন্ত্রণাধীন বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ঘ) "বৎসর" বলিতে ইংরেজী ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী বিবেচিত এক বছরকে বুঝাইবে এবং সমিতির আর্থিক বছর ও তাই হইবে। কিন্তু বাৎসরিক সভা নির্বাহী পরিষদের মেয়াদ-কালের জন্য কোম্পানী আইন ও ট্রেড অর্গানাইজেশন অধ্যাদেশ দৃষ্টে বৎসরের হিসাব করা হইবে।

ঙ) "সভা" বলিতে সমিতির সাধারণ সভা বুঝাইবে।

চ) "কেন্দ্রীয় কমিটি" বলিতে বাংলাদেশ ভিত্তিতে গঠিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটি অর্থাৎ নির্বাহী পরিষদকে বুঝাইবে। ইহার অফিস ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

ছ) "আঞ্চলিক কমিটি" বলিতে চট্টগ্রাম খুলনা বরিশাল ও রাজশাহীতে বিভাগীয় ভিত্তিতে গঠিত সমিতির আঞ্চলিক কমিটি বুঝাইবে।

জ) "কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মকর্তা" বলিতে সমিতির ১জন সভাপতি, ২জন সহ-সভাপতি, ১জন সেক্রেটারী জেনারেল, ১জন ট্রেজারার, ২জন যুগ্ম সেক্রেটারী জেনারেল, ১জন প্রচার সম্পাদক, ১জন সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও ১০জন নির্বাহী পরিষদের সদস্য এবং চারটি আঞ্চলিক কমিটির মোট ৮জন সদস্য সহ সর্বমোট ২৫ জনের সদস্যকে বুঝাইবে।

ঝ) "আঞ্চলিক কমিটির কর্মকর্তা" বলিতে ১জন সভাপতি, ১জন সহ-সভাপতি, ১জন সাধারণ সম্পাদক, ১জন কোষাধ্যক্ষ এবং আঞ্চলিক কমিটির ৫জন সদস্যকে বুঝাইবে।

ঞ) "আঞ্চলিক কমিটি সমূহের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকগণ কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসাবে মনোনীত হইবেন।

২। বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিক যিনি হাঁস-মুরগী গবাদি পশু প্রতিপালন কৃষি ও মৎস্য চাষ ও খামার মালিক হিসাবে সমজাতীয় দ্রব্যাদি উৎপাদনে এবং ব্যবসায়ে নিয়োজিত এবং অথবা ফার্ম বা কোম্পানীর বা উভয়ের মালিক কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী পূরণ পূর্বক সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন।

সদস্য হওয়ার শর্ত ও নিয়মাবলী নিম্নরূপ ঃ

ক) সমিতির ছাপানো নির্দিষ্ট ফরমে ধার্য্যকৃত চাঁদাসহ সদস্য ভর্তির জন্য আবেদন করিতে হইবে।

খ) নির্বাহী পরিষদ সদস্য পদ সম্পর্কে পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন।

গ) সমিতির সদস্য সংখ্যার কোন উর্ধ্ব সংখ্যা নির্ধারিত হইবে না।

ঘ) এই সমিতিতে এক প্রকার সদস্য থাকিবে যাহা সাধারণ সদস্য বলিয়া গণ্য হইবে।

সদস্য ভর্তি এবং বার্ষিক চাঁদা নিম্নরূপ ঃ—

১। ভর্তি ফিস টাকা—৯০০/-

২। বাৎসরিক চাঁদা—৯০০/-

কেন্দ্রীয় কমিটি বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া বার্ষিক সাধারণ সভার অনুমোদন ক্রমে ভর্তি ফিস এবং বার্ষিক চাঁদার হার বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

ঙ) নিম্নে বর্ণিত যে কোন এক বা একাধিক কারণে সমিতির সদস্য পদ খারিজ হইয়া যাইবে।

১। যদি কোন সদস্য ইচ্ছাকৃতভাবে সদস্য পদ হইতে পদত্যাগ করেন এবং নির্বাহী পরিষদ তাহা গ্রহণ করেন।

২। যদি কোন সদস্য নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক ধার্য্যকৃত যে কোন প্রকার চাঁদা দিতে অক্ষম হন।

৩। কোন সদস্য সমিতির সংবিধান মানিয়া না চলিলে ও সমিতির স্বার্থ বিরোধী কাজ করিলে।

৪। কোন সদস্য এক বৎসরের চাঁদা না দিলে।

চ) কোন সদস্যের ক্ষেত্রে সংঘ বিধির ধারা ও উপধারা গুলির ব্যাপারে অক্ষমতা থাকা নির্দোষমূলক কাজ বলিয়া গণ্য না হইলে।

ছ) সদস্যদের নামের তালিকা বহি সমিতির কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক কার্য্যালয়ে থাকিবে এবং অফিস চলাকালীন সময়ে যে কোন সদস্য ও কর্মকর্তা তা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন।

৩। সমিতির সদস্যদের ভর্তি ফিস, চাঁদা এবং গৃহীত অনুদান সমিতির তহবিল হইবে।

ক) নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সমিতির তহবিল বাংলাদেশের যে কোন এক বা একাধিক তপশীল ব্যাংকে জমা রাখা যাইবে।

খ) সমিতির ব্যাংকের হিসাব সমিতির সভাপতি ও সচিবের বা কোষাধ্যক্ষ যে কোন দুইজনের যুগ্ম-স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে।

গ) নিম্ন বর্ণিত কাজের জন্য সমিতির অর্থ খরচ করা যাইবে।

১। অফিস পরিচালনার জন্য।
২। সমিতির কর্মচারীদের বেতন দানের জন্য।
৩। সমিতির কার্য্যোপলক্ষে যাতায়াত খরচ।
৪। স্টেশনারী দ্রব্যাদি ক্রয়।
৫। সমিতির সাধারণ সভা ও নির্বাহী পরিষদের সভা ও নির্বাহী পরিষদ এর সদস্য ও অতিথি আপ্যায়ন খরচ।
৬। সমিতির নিজস্ব অথবা কোন সদস্যকে আইনগত সাহায্য প্রদানের দরুণ খরচ।
৭। সমিতির স্বার্থ রক্ষা এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য জন্য যে কোন খরচ।
৮। বিবিধ খরচ।

ঘ) সমিতির যাবতীয় আয় ও ব্যয় দেখা শুনার জন্য এক বা একাধিক হিসাব থাকিবে যাহাতে প্রয়োজনমত সমিতির আর্থিক অবস্থা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

ঙ) কোম্পানী আইনের বিধান অনুযায়ী অনুমোদিত হিসাব নিরীক্ষক দ্বারা বৎসরে একবার সমিতির হিসাব নিকাশ নিরীক্ষা করাতেই হইবে। নিরীক্ষকের অডিট রিপোর্ট ও পরবর্তী বছরের আনুমানিক বাজেট সাধারণ সভায় পেশ করিতে হইবে।

৪) নির্বাহী পরিষদ ঃ—

ক) সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির জন্য নিম্ন বর্ণিত কর্মকর্তা ও সদস্য সমন্বয়ে সমিতির পরিচালনার জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাহী পরিষদ গঠিত হইবে ঃ-

১।	সভাপতি	১ জন	৫।	যুগ্ম মহাসচিব	২ জন
২।	সহ সভাপতি	২ জন	৬।	প্রচার সম্পাদক	১ জন
৩।	মহাসচিব	১ জন	৭।	সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	১ জন
৪।	ট্রেজারার	১ জন	৮।	নির্বাহী সদস্য	১০ জন

৯। আঞ্চলিক কমিটির ৪ জন সভাপতি এবং ৪ জন সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে সদস্য হইবেন।

খ) আঞ্চলিক কমিটির নির্বাহী পরিষদ নিম্নরূপভাবে গঠিত হইবে ঃ

১।	সভাপতি	১ জন	৪।	কোষাধ্যক্ষ	১ জন
২।	সহ সভাপতি	১ জন	৫।	সদস্য	৫ জন
৩।	সাধারণ সম্পাদক	১ জন			

২। যদি নির্বাহী পরিষদের মেয়াদকালের মধ্যে মৃত্যু বা অন্য কোন কারণে সদস্য পদ শুন্য হয় তাহা হইলে নির্বাহী পরিষদ উক্ত শুন্য পদ পূরণ করিতে পারিবেন।

৩। নির্বাহী পরিষদের নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণার পরই পূর্বের পরিষদ বাতিল হইয়া যাইবে এবং ৭ দিনের মধ্যে পূর্বের পরিষদ নির্বাচিত পরিষদের নিকট দায়িত্ব বুঝাইয়া দিবেন।

৪। সমিতির নিবন্ধনের তারিখ হইতে ৩০ দিনের কম নয় এবং ৯০ দিনের বেশী নয় এর মধ্যে প্রথম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সভায় কার্য্য নিবাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সকল কার্য্য পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত এডহক কমিটি সকল কার্য্য পরিচালনা করিবেন।

১। জনাব নুরুল হক চৌধুরী, আহবায়ক
২। ,, আওলাদ হোসেন দেওয়ান, সদস্য
৩। ,, ইমাজে হাস্‌নাইন ,,
৪। ,, সাইফুর রহমান ,,
৫। ,, জাহিদ সিদ্দিক ,,
৬। ,, আজিজুর রহমান ,,
৭। ,, এস, বি, করিম ,,
৮। ,, মোঃ মোশারফ হোসেন ,,
৯। ,, রেজাউল হক চৌধুরী ,,

৫। আঞ্চলিক কমিটির ৪ জন সভাপতি ও ৪ জন সাধারণ সম্পাদক ঃ
আঞ্চলিক কমিটির কার্য্যাবলী বিবরণ ও নির্বাচন বিধি কেন্দ্রীয় কমিটি অর্থাৎ নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইবে। উহার পূর্বে নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনের অন্তবর্তী-কালীন আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হইবে এবং এই কমিটি নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করিবে।

৬। সাধারণ সভা ঃ সমিতির তিন প্রকার সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে ঃ
ক) সাধারণ সভা।
খ) জরুরী সভা বা বিশেষ সাধারণ সভা।
গ) তলবী সভা।

৭। সভার অনুষ্ঠান বিধি ঃ
ক) সাধারণ সভা / বার্ষিক সভা।
বৎসরে কম পক্ষে একবার সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে সভাপতির নির্দেশক্রমে মহাসচিব সভার তারিখ, স্থান সময় এবং সভার আলোচ্যসূচী সমূহ ঠিক করিয়া এই সভা আহবান করিবেন।

খ) বিশেষ সাধারণ সভা ঃ
সমিতির স্বার্থে বা বিশেষ পরিস্থিতির আলোকে জরুরী কাজের জন্য সভাপতির সহিত পরামর্শ করিয়া বিশেষ সাধারণ সভা বা জরুরী সভা আহবান করা যাইবে।

গ) তলবী সভা ঃ
সমিতির মহাসচিব যদি কোন জরুরী প্রয়োজনে বা ইচ্ছাকৃত ভাবে ঠিক সময়ে সভা আহবান করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে সভাপতি বা সহ-সভাপতি বা সাধারণ সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ তাহাদের মতামত জানাইয়া নিজেরাই আলোচ্য সূচী নির্ধারিত করিয়া আলোচনার জন্য লিখিতভাবে মহাসচিবকে সভা আহবান করার জন্য অনুরোধ জানাইবেন এবং এই রূপ অনুরোধ পাওয়া সত্ত্বেও যদি মহাসচিব (৭) সাত দিনের মধ্যে সভা আহবান না করেন তাহা হইলে দরখাস্তকারীগণ নিজেরাই তলবী সভা আহবান করিতে পারিবেন।

এইরূপ তলবী সভা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে চৌদ্দ দিন পূর্বে দরখাস্ত-কারীগণ নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করতঃ সভা আহবান করিবেন। তবে নির্বাহী পরিষদ এর সভাপতি উক্ত আহবানকৃত তলবী সভা সমিতির স্বার্থের বিরোধী সদস্যদের স্বার্থ ও সংহতির পরিপন্থী বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও আপত্তিজনক বিধায় নির্বাহী পরিষদ সভা আহবান করিতে পারেন নাই, তাহা বিবৃতি ও বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সদস্যদের জ্ঞাত করিতে পারিবেন।

৮। সভা আহবানের নিয়মাবলী ও সভার বিজ্ঞপ্তি ঃ—

সমিতি নিবন্ধিকরনের তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে প্রথম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সমিতির সাধারণ কোম্পানী আইন এবং অত্র সমিতির ঘোষণা পত্রের বিধান অনুযায়ী বৎসরে অন্ততঃপক্ষে একবার অনুষ্ঠিত হইবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই দুই সাধারণ সভার ব্যবধান পনের মাসের বেশী হইতে পারিবে না।

ক) সমিতির বার্ষিক সভা প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইবে এবং সভার তারিখ ও সময় নির্বাহী পরিষদ ঠিক করিবেন।

খ) সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা ছাড়া অন্যান্য সভা বিশেষ সাধারণ সভা বা জরুরী সভা হিসাবে গণ্য হইবে।

গ) সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি লিখিতভাবে প্রতিটি সদস্যকে জানাইতে হইবে। তবে সমিতির অন্যান্য সভার বিজ্ঞপ্তি সমিতির মহাসচিব/সভাপতির পরামর্শ মোতাবেক যেভাবে সদস্যগণের গোচরীভূত করা বিধেয় মনে করেন সেই ভাবেই করিবেন।

ঘ) সমিতির মহাসচিব সাধারণ সভার কর্মসূচী প্রণয়ন করিয়া এবং নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে বার্ষিক সাধারণ সভা আহবান করিবেন।

৯। বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্য সূচী ঃ—

বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্য সূচী নিম্নরূপ হইবে ঃ—

ক) সমিতির মহাসচিব কর্তৃক নির্বাহী পরিষদের পক্ষে সমিতির বিগত বছরের কার্য্যাবলীর রিপোর্ট সদস্যগণের বিবেচনার জন্য পেশ করা।

খ) সদস্যগণের অনুমোদনের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরের আনুমানিক বাজেট পেশ করা।

গ) সমিতির হিসাব নিকাশের জন্য কোম্পানী আইন মোতাবেক অনুমোদিত অডিটর নিয়োগ করা।

ঘ) নির্বাহী পরিষদের হিসাব নিরীক্ষক কর্তৃক সমিতির আর্থিক বছরের হিসাব নিকাশের রিপোর্ট পেশ করা।

ঙ) পরবর্তী নির্বাহী পরিষদের জন্য কর্মকর্তা ও সদস্য নির্বাচন করা। নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও কর্মকর্তাগণ প্রতি তিন বৎসর অন্তর নির্বাচিত হইবে।

চ) বিবিধ

১০। বার্ষিক সাধারণ সভার নিয়মাবলী ঃ—

ক) সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা বা সাধারণ সভা ১৪ দিনের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আহবান করা যাইবে।

খ) বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন বিশেষ প্রস্তাব বিবেচনার জন্য ২১ দিনের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করা যাইবে।

গ) সাধারণ সভার কার্য্য বিবরণী সভার জন্য বিশেষ ভাবে রক্ষিত খাতায় সদস্যদের উপস্থিতির স্বাক্ষর সহ লিখিত হইবে।

১১। নির্বাহী পরিষদের নিয়মাবলী ঃ—

ক) নির্বাহী পরিষদের সভা কমপক্ষে প্রতি তিন মাসে একবার অনুষ্ঠিত হইবে। সভার জন্য স্থান, সময়, তারিখ ও সভার আলোচ্য সূচী উল্লেখ করিয়া সভা অনুষ্ঠানের অন্ততঃ পাঁচ দিন পূর্বে সদস্যদের নোটিশ দিতে হইবে। কোন সদস্য নির্বাহী পরিষদের পর তিনটি সভায় অনুপস্থিতি থাকিলে নির্বাহী পরিষদের যে কোন কর্মকর্তা বা সদস্য তার সদস্য পদ হারাইবেন।

খ) জরুরী প্রয়োজনে নির্বাহী পরিষদের সভা আরও কম সময়ের বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে আহবান করা যাইবে তবে এই রূপ সভার শুধু মাত্র জরুরী বিষয় আলোচিত হইবে।

গ) নির্বাহী পরিষদের দুই জন সদস্য উক্ত পরিষদের বিশেষ সভা আহবান করিতে পারিবেন. এইরূপ সভার ক্ষেত্রে আহবানকারীর সভার আলোচ্য সূচী উল্লেখ করিয়া সমিতির সভাপতি, মহাসচিবের বরাবর পাঠাইবেন এবং উল্লেখিত আলোচ্য সূচীর বিষয়টি শুধু সভায় আলোচিত হইবে।

ঘ) নির্বাহী পরিষদের এক তৃতীয়াংশ (পাঁচজনের কম নয়) সদস্যদের উপস্থিতি সভার কোরাম হইবে। কোরাম সংখ্যক সদস্যদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে সভায় কোন কার্য্য সম্পাদন করা যাইবে না।

ঙ) নির্বাহী পরিষদের সভার কার্য্য বিবরণী বিশেষ ভাবে রক্ষিত খাতায় উপস্থিত সদস্যগণের স্বাক্ষর সহ লিখিত হইবে। নির্বাহী পরিষদের পরবর্তী সভায় লিখিত মন্তব্য পাঠ করিয়া সদস্যদের শুনাইতে হইবে এবং গণভোটে পাশ করিতে হইবে।

চ) যদি পরিষদ বিবেচনা করে তবে যে কোন অধিবেশনের কার্য্য বিবরণী সভাপতির স্বাক্ষর হইবার ১৫ দিনের মধ্যে কার্যবিবরণী যিনি চাহিয়াছে তাহার নিকট পাঠাইতে হইবে।

১২। সভায় নোটিশ ঃ—

ক) সমিতির মহাসচিব, সভাপতির সহিত পরামর্শ করিয়া বার্ষিক সাধারণ সভার ১৪ দিন পূর্বে ও বিশেষ প্রস্তাব আলোচনার জন্য ২১ দিন আগে সভার নোটিশ প্রদান করিবেন। বিশেষ সাধারণ সভা বা জরুরী সভা আরো কম সময়ের নোটিশে আহবান করা যাইবে।

খ) নির্বাহী পরিষদের সভা সভাপতির সহিত পরামর্শ করিয়া মহাসচিব ৫ দিনের নোটিশে আহবান করিতে পারিবেন, তবে কেবলমাত্র বিশেষ জরুরী অবস্থায় আরো অল্প সময়ে নির্বাহী পরিষদের সভা আহবান করা যাইবে।

১৩। সাধারণ সভার কোরাম ঃ—

সমিতির সভা অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে সদস্য সংখ্যা ১০ এর অধিক না হইলে ৫ জনে কোরাম হইবে এবং ১০ জনের অধিক হইলে অতিরিক্ত প্রতি ৫ জনে ১ জন হিসাবে উক্ত কোরামের সংগে যুক্ত হইবে এবং কোন অবস্থাতেই কোরাম সংখ্যা ১০ জনের অধিক হইবে না।

১৪। সভার সভাপতি ঃ—

ক) সমিতির সাধারণ সভা ও নির্বাহী সভায় সভাপতিত্ব করিবেন সমিতির সভাপতি। যদি কোন কারনে সভাপতি অনুপস্থিত থাকেন তবে সহ-সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

খ) যদি সভাপতি, সহ-সভাপতি অনুপস্থিত থাকেন সেক্ষেত্রে নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ হইতে যে কোন একজন সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

গ) সভার সকল প্রকার মিমাংসা সভাপতি করিবেন এবং তাহার মতামত চুড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে ও তাহার নির্দেশ সকলেই মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৫। সভার আলোচ্য বিষয় ঃ—

সভা আহবানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত আলোচ্য সূচী সভার নির্বাচিত আলোচ্য বিষয়াবলী হইবে এবং আলোচ্য সূচীর ক্রমানুসারে এক একটি বিষয়ে আলোচিত হইবে। তবে সভার অনুমতিক্রমে সভাপতি আলোচ্য সূচীর রদবদল করিতে পারিবেন এবং উত্থাপিত কোন বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্য আলোচনার সুযোগ দিতে পারিবেন।

সভার বিষয়াবলীর আলোচনা সাধারণ স্বার্থে হইবে। ইহার পরিপন্থী হইলে সভাপতি তাহা বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন।

১৬। আলোচ্য বিষয়াবলীর সিদ্ধান্ত সাধারণত ধ্বনি ভোটে গৃহীত হইবে এবং যদি কোন পরিস্থিতিতে প্রয়োজন দেখা যায় তবে সভাপতি "ডিভিশান" বা ব্যালটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত করিবেন। ব্যালটে উভয়পক্ষ সমান সমান হইলে সভাপতি "ক্যাষ্টিং" ভোটের মাধ্যমে চুড়ান্ত ফল নির্ধারণ করিবেন।

১৭। নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রণালী ঃ—

ক) নির্বাচন পরিষদের তিন বছর মেয়াদী নির্বাচনের চুড়ান্ত ফলাফল বার্ষিক সাধারণ সভায় ঘোষণা করা হইবে।

খ) সমিতির মহাসচিব নির্বাহী পরিষদের অনুমোদিত প্রার্থী পদ ফরমে ৭ দিনের সময় দিয়ে মনোনয়ন পত্র আহবান করিবেন মহাসচিব বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচনের তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করিবেন।

গ) সাধারণ সভায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের কম পক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পুর্বে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ হইতে বিরত থাকিবেন এমন সব সদস্যদের সমন্বয়ে এই নির্বাচন কার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিটি নামে একটি উপ কমিটি গঠন করিতে হইবে এবং কমিটি সদস্য তালিকা তৈয়ার করিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠানের ২০ (বিশ) দিন পুর্বে প্রকাশ করিবেন।

ঘ) মনোনয়ন পত্র দাখিলের চতুর্থ দিনে এই উপ কমিটি মনোনয়নপত্র বাছাই প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করিবেন।

ঙ) মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের ২৪ ঘন্টা সময় দেওয়া হইবে, এই সময় উত্তীর্ণ হইলে প্রার্থী পদের চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করিতে হইবে।

চ) বাছাই ও নাম প্রত্যাহারের পর যে পদের জন্য এক জন মাত্র প্রার্থী থাকিবে সেই সব প্রার্থী পদ ছাড়া বাকী পদের জন্য ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন বার্ষিক সভার আগের দিন অনুষ্ঠিত হইবে।

ছ) কোন পদের জন্য এক জন মাত্র প্রার্থী থাকিলে তাহাকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা যাইবে।

১৮। প্রত্যেক সদস্য একটি করিয়া ভোট দেওয়ার ক্ষমতা থাকিবে তবে যে সমস্ত সদস্যদের চাঁদা বাকী থাকিবে সেই সব সদস্যগণ নির্বাচন প্রার্থী হইতে বা ভোট দিতে পারিবেন না।

১৯। ভোট দান শেষ হওয়ার পর ভোট গণনা করিয়া প্রার্থীদের সম্মুখে উপ-কমিটির আহবায়ক সকলের উপস্থিতিতে নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফল ঘোষণা করিবেন।

২০। নির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ঃ—

ক) নির্বাহী পরিষদের উপর সমিতির সর্ব প্রকার পরিচালনা ক্ষমতা ন্যাস্ত থাকিবে।

খ) নির্বাহী পরিষদ সমিতির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে উপ বিধি কিংবা উপ ধারা তৈয়ার করিবেন।

গ) নির্বাহী পরিষদ সমিতির কাজ পরিচালনার লক্ষ্যে ইচ্ছা করিলে পরিষদের কিছু ক্ষমতা মহাসচিবের হাতে অর্পন করিতে পারিবেন।

ঘ) নির্বাহী পরিষদ সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ইচ্ছা করিলে উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবেন।

ঙ) নির্বাহী পরিষদ সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সমিতির সদস্যদের নিকট দায়ী।

চ) নির্বাহী পরিষদ সমিতির জন্য বাজেট তৈরী করিয়া সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন।

ছ) নির্বাহী পরিষদ সমিতির স্বার্থে সরকারী প্রশাসন বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সাথে যোগাযোগ, আলাপ আলোচনার জন্য দায়ী থাকিবেন।

জ) নির্বাহী পরিষদ সমিতির হিসাব নিকাশের জন্য সাধারণ সদস্যদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

ঝ) নির্বাহী পরিষদ অফিসের কার্য্য পরিচালনার জন্য যে কোন কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনে সমিতির জন্য আইনগত ব্যাপার দেখার জন্য আইন উপদেষ্টা নিয়োগ করিতে পারিবেন।

ঞ) নির্বাহী পরিষদ সমিতির যে কোন সদস্য এবং নির্বাহী পরিষদের যে কোন কর্মকর্তা বা সদস্যদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত অভিযোগ সম্পর্কে দুই তৃতীয়াংশ ভোটে সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী হইবে। এই অভিযোগ অবশ্যই লিখিত আকারে হইতে হইবে।

ট) নির্বাহী পরিষদ ইচ্ছা করিলে অভিযোগের বিষয়বস্তু তদন্ত এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিন বা পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করিতে পারিবেন।

ঠ) নির্বাহী পরিষদ সমিতির তহবিল সংগ্রহ এর জন্য একজন লোক নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনে তাহাকে পারিতোষিকের ব্যবস্থাও করিতে পারিবেন। ইহা ছাড়াও নির্বাহী পরিষদ ইচ্ছা করিলে প্রয়োজনবোধে তহবিল সংগ্রহ ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একটি অর্থ উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবেন।

ড) নির্বাহী পরিষদ সমিতির কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিতেছে কিনা বা সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের কতটুকু দায়িত্ব পালন করিতেছেন তাহা পর্যালোচনার জন্য তিন মাসে কম পক্ষে একবার বা ইহার অধিকবার সভায় মিলিত হইতে পারিবেন।

ঢ) নির্বাহী পরিষদ সভার কার্য্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী নির্দিষ্ট ও রক্ষিত কার্য্যবিধি বহিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

ণ) নির্বাহী পরিষদের সভার ধারা বিবরণী কোন সদস্য প্রকাশ করিতে পারিবেন না, করিলে তাহা সমিতির স্বার্থ বিরোধী কাজ বলিয়া গণ্য হইবে এবং নির্বাহী পরিষদের নিকট তাহাকে কারণ দর্শাইতে হইবে। নির্বাহী পরিষদ কারণ দর্শানোতে সন্তুষ্ট হইলে ক্ষমা পাইবেন, অন্যথায় নির্বাহী পরিষদ যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন উক্ত সদস্যকে অবশ্যই তাহা মানিয়া নিতে হইবে।

ত) সমিতির জন্য কোন সম্পত্তি অর্জন করা।

থ) সমিতির কোন সম্পত্তি থাকিলে তাহার উন্নতি করা।

২১। নির্বাহী পরিষদের অক্ষমতা ঃ

নিম্ন লিখিত বিষয়ে নির্বাহী পরিষদকে সাধারণ সভার পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে ঃ

ক) সমিতির তহবিল হইতে কোন সদস্যকে এককালীন দান করা।

খ) সমিতির তহবিল হইতে কোন প্রতিষ্ঠানের এককালীন ৫০০ টাকার উর্ধ্বে দান করা।

গ) সমিতির জন্য কোন সম্পদ বিক্রি করা।

ঘ) সমিতির কোন বিল্ডিং থাকিলে তাহার আকার পরিবর্তন করা।

ঙ) সমিতির তহবিল হইতে ১০০০/- হাজার টাকার অধিক কর্জ দেওয়া।

চ) সমিতির জন্য ১০০০/- হাজার টাকার অধিক কর্জ গ্রহণ করা।

ছ) নির্বাহী পরিষদের দৃষ্টিতে সাধারণ সভার অনুমতি প্রয়োজন এমন অন্যান্য বিষয় সমূহ।

২২। সমিতির কর্মকর্তাদের কর্তব্য ও ক্ষমতা ঃ

ক) সভাপতিঃ-সভাপতি সমিতির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং সভার সকল কার্য্য বিবরণীতে স্বাক্ষর দান করিবেন। সভায় কোন প্রস্তাবের উপর ভোটাভোটি অনুষ্ঠিত হইলে এবং উভয় পক্ষ সমান সমান হইলে সভাপতি কাস্টিং ভোট দিয়া ফলাফল চূড়ান্ত করিতে পারিবেন। সুষ্ঠুভাবে সমিতি পরিচালনা ও আইন শৃংখলা জনিত বিরোধের ক্ষেত্রে সভাপতির মতামতই সর্বশেষ ও সঠিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। সমিতির কার্য্যাবলী তদারকী করিতে এবং বিভিন্ন সময় নির্দেশ উপদেশ দিতে পারিবেন ও সমিতির কাজ সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে কিনা তাহাও তদারক করিতে পারিবেন, বিশেষ কারণে সভাপতি নির্বাহী পরিষদের বিশেষ জরুরী অধিবেশন অথবা বিশেষ কোন সাধারণ অধিবেশন আহবান করার জন্য মহাসচিবকে অনুরোধ করিবেন। কোন কারনে মহাসচিব নির্ধারিত সময় এ সভা আহবান করিতে অপারগ হইলে সভাপতি নিজে উক্ত সভা আহবান করিতে পারিবেন। সমিতির ব্যাপারে সরকার বা বাহিরের কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সাথে যোগাযোগ কিংবা কোন প্রতিনিধি দল গেলে সভাপতি তাহার নেতৃত্ব করিবেন। সভাপতি সমিতির কোষাগারের দিকে নজর রাখিবেন। নির্বাহী পরিষদের বিভিন্ন কর্মকর্তার কার্যে সমন্বয় সাধন করিবেন। সভাপতি জরুরী পরিস্থিতিতে ২৪ ঘন্টার মধ্যে জরুরী অধিবেশন আহবান করিয়া জরুরী সিদ্ধান্ত নিতে পারিবেন। তিনি নির্বাহী পরিষদের কার্য্যাবলীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন।

খ) সহ সভাপতি ঃ সভাপতিকে সমিতির কাজে সহায়তা করাই হইবে সহ সভাপতি এর প্রধান কর্তব্য। সভাপতির অবর্তমানে সমিতির প্রধান রূপে তিনি সমিতির যাবতীয় কার্য্যাদি এবং বিভিন্ন সভার কাজ পরিচালনা করিবেন।

গ) মহাসচিব ঃ সমিতির কার্য্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য তিনি নির্বাহী পরিষদের সভাপতির নিকট দায়ী থাকিবেন। সমিতির আয় এবং যাবতীয় খরচের হিসাবাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখা শুনা করিবেন এবং অনধিক ১০০০ টাকা নিজ হাতে রাখিবেন। বিশেষ ক্ষেত্রে নিজ দায়িত্বে কোন কাজে ৫০০/- (পাঁচ শত) টাকা মাত্র খরচ করিতে পারিবেন। তিনি সদস্যদের যাবতীয় অসুবিধা ও অভিযোগের প্রতি নজর রাখিবেন এবং সমাধানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন। তিনি সমিতির অধস্তন কর্মচারীদের কৈফিয়ত তলব, জরিমানা, নিয়োগ ও বরখাস্ত করিতে পারিবেন। তবে উহা নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষ হইতে হইবে। তিনি সদস্যদের দেয়া চাঁদার টাকা সমিতির পক্ষে ট্রেজারী, ব্যাংক, বা কোন প্রতিষ্ঠান হইতে টাকা গ্রহণ করিতে পারিবেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে মহাসচিব নির্বাহী পরিষদের সভা আহবান করিবেন।

ঘ) প্রচার সম্পাদক ঃ প্রচার সম্পাদক সর্বদা সমিতির প্রচার কার্য্যের জন্য দায়ী থাকিবেন এবং এ ব্যাপারে সভাপতি ও মহাসচিবের নির্দেশ গ্রহণ করিবেন। সমিতির ভাবমূর্তি উজ্জল করার কাজে প্রচার সম্পাদক সর্বদাই নিয়োজিত থাকিবেন।

ঙ) সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ঃ সমিতির মহাসচিবের অনুমোদনক্রমে তিনি সমিতির সমাজ কল্যাণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করিবেন।

চ) কোষাধ্যক্ষ ঃ কোষাধ্যক্ষ সমিতির যাবতীয় আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং মহাসচিবের সহিত যৌথভাবে সমিতির দৈনন্দিন খরচাদি করিবেন। তিনি সভাপতি/ মহাসচিবের সহিত যুক্তভাবে সমিতির তহবিল পরিচালনা করিবেন। সমিতির খরচের জন্য ৫০০/- টাকা পর্যন্ত নিজের কাছে রাখিতে পারিবেন। তিনি সমিতির আনুমানিক বাজেট সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন।

ছ) যুগ্ম মহাসচিব ঃ মহাসচিবের অনুউপস্থিতিতে বা তার অনুমতি সাপেক্ষে সমিতির অর্পিত যে কোন কার্য সম্পাদন ও মহাসচিবের যাবতীয় কার্যে সহযোগীতায় নিয়োজিত থাকিবেন।

২৩। নির্বাহী পরিষদের স্থিতিকাল ঃ
নির্বাহী পরিষদের স্থিতিকাল হইবে ৩ (তিন) বৎসর, তবে সংঘবিধি অনুযায়ী পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নূতন নির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্বের পরিষদ কাজ চালাইয়া যাইতে পারিবে।

২৪। নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্যদের অযোগ্যতা ঃ
অভিযোগের মাধ্যমে অপসারিত না হইলে নিম্নলিখিত কারনে নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা, সদস্য অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং তাহারা তাহাদের পদে বহাল থাকিতে পারিবেন না ঃ

ক) যদি কেহ মারা যান বা সদস্য হইবার যোগ্যতা হারান তবে তাহাদের পদের অবসান ঘটিবে।

খ) যদি কেহ নোটিশ প্রাপ্তির পর উপর্য্যুপরি তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন তবে তাহার সদস্য পদের অবসান ঘটিবে।

গ) যদি কেহ সমিতির স্বার্থ বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত থাকেন তবে তাহার সদস্য পদ বাতিল হইয়া যাইবে।

প্রকাশ থাকে যে উল্লেখিত খ ও গ উপধারার বর্ণিত বিধান মতে কাহাকেও অযোগ্য বিবেচনা করিয়া তাহার পদের অবসান ঘটাইবার পূর্বে তাহাকে সভাপতি ও মহাসচিবের স্বাক্ষরযুক্ত পত্র দ্বারা উক্ত ধারা মতে কেন অযোগ্য ঘোষণা করা যাইবে না এই মর্মে কারণ দর্শানোর জন্য নির্ধারিত সময় দিয়ে কৈফিয়ত চাহিতে হইবে। পত্রের উত্তর যাহাই পাওয়া যাবে তাহা বিবেচনার জন্য পরবর্তী নির্বাহী পরিষদের সভায় পেশ করিতে হইবে এবং পরিষদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। এই ধারায় বাতিল কর্মকর্তা ও সাধারণ সদস্য পদে স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে পরিষদ সামীল করার ব্যবস্থা নিবে এবং উক্ত ব্যক্তি পরিষদের বাকী মেয়াদের জন্য কাজ করিয়া যাইবেন।

ঘ) যদি কেহ দুস্কর্ম, অনাচার, খুন, রাহাজানি, বা নৈতিক ভ্রষ্টাচারের জন্য ফৌজদারী দণ্ডে দণ্ডিত হন তবে তাহার পদের অবসান ঘটিবে।

ঙ) যদি কেহ মানসিক ভারসাম্য হারাইয়া ফেলেন বা কাহারও মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে বা আদালতের রায়ে দেওলিয়া দোষিত হন তবে তাহার পদের অবসান ঘটিবে।

২৫। শুন্য পদ ঃ
পদত্যাগ, বহিস্কার, মৃত্যু বা অন্য যে কোন কারণে কোন পদ শূন্য ঘোষিত হইলে পরবর্তী সাধারণ স্কেল সমান হবে। সভায় গৃহীত মতামতের পূর্বে নির্বাহী পরিষদ উক্ত পদে সাময়িকভাবে লোক নিয়োগ করিতে পারিবেন।

২৬। সংঘ বিধি সংশোধন ঃ
সমিতির সংঘ বিধি অথবা উহার কোনধারা/উপধারা পরিবর্তন অথবা সংশোধন অথবা পরি-বর্ধন করিতে হইলে কোম্পানী আইন ও ট্রেড অর্গানাইজেশন অডিন্যান্সের বিধি ব্যবস্থায় বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করিয়া উপস্থিত সদস্যদের তিনপঞ্চমাংশ সদস্যদের ঐক্য মতের ভিত্তিতে ইহা কার্যকরী হইবে। এই সংশোধিত সংঘ বিধির একটি কপি পরিচালক বানিজ্য সংগঠন এবং নিবন্ধক যৌথ মুলধন কোম্পানী ও ফার্ম এর নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠাইতে হইবে। তাহাদের অনুমোদনের পর ইহা কার্যকরী হইবে।

২৭। বিধি বিধান প্রণয়ন ব্যবস্থা ঃ
সংঘ বিধিতে উল্লেখিত হয় নাই এমন কোন বিষয়ে নির্বাহী পরিষদের গৃহীত ব্যবস্থা চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে তবে এইসব গৃহীত ব্যবস্থা সাধারণ সভায় অনুমোদিত হইলে বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ এবং কোম্পানী আইনের বিধান অনুসারে পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন এবং নিবন্ধক, যৌথ মূলধন কোম্পানীর ও ফার্ম এর অনুমোদন ক্রমে বিধি বিধানে পরিনত হইবে।

২৮। সমিতির নাম পরিবর্তন ঃ
সমিতির নাম পরিবর্তন করিতে হইলে সাধারণ সভায় বিশেষ অধিবেশনে তিন পঞ্চমাংশ সদস্যের ভোটে সমিতির নাম পরিবর্তন করা যাইবে। পরিবর্তীত নামের অনুমোদনের জন্য বানিজ্য মন্ত্রণালয়ে এবং নিবন্ধক, যৌথ মূলধন কোম্পানী এবং ফার্ম এর নিকট পাঠাইতে হইবে। বানিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রাপ্তির পর নিবন্ধক, যৌথ মূলধন কোম্পানী ও ফার্ম এর পরিদপ্তরে উক্ত নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করিতে দাখিল করিতে হইবে।

২৯। অনাস্থা ঃ
সমিতির মোট সদস্যের তিন চতুর্থাংশ সদস্য ঐক্যবদ্ধ ভাবে নির্বাহী পরিষদ বা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনিতে পারিবেন। এই রূপ ক্ষেত্রে সদস্যবৃন্দ সভাপতিকে লিখিত ভাবে অবগত করিবেন এবং ১৫ দিনের মধ্যে সভাপতি/মহা-সচিব বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করিবেন। সভায় অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হইয়া গেলে ১০ দিনের মধ্যে নতুন সংসদ গঠন অথবা কর্মকর্তা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

৩০। সমিতির অফিস ঃ
সমিতির অফিস শুক্রবার ও অন্যান্য ছুটির দিন ব্যতীত সপ্তাহের বাকী দিন সকাল ১১টা হইতে বিকাল ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকিবে। তবে সমিতির সাধারণ সভা বা নির্বাহী পরিষদের সভার জন্য এই সময় সূচী প্রযোজ্য হইবে না।

৩১। সমিতির সীল মোহর ঃ
সমিতির অনুমোদিত নথি পত্রে বা অন্যান্য কাগজ পত্রে সমিতির নিজস্ব সীল মোহর ব্যবহৃত হইবে।
প্রকাশ থাকে যে, সভাপতি/মহা-সচিব ও প্রয়োজনে অন্যান্য কর্মকর্তাদের সীল মোহর থাকিবে এবং এই সমস্ত সীল মোহর দপ্তর সম্পাদকের হেফাজতে থাকিবে।

৩২। খাতা পত্রের পরীক্ষা ঃ
ক) সমিতির সদস্যগণ হিসাব নিকাশ পরীক্ষা করিতে পারিবেন কিনা, পারিলে কি পর্যন্ত পারিবেন এবং কোন নিয়মে কোন স্থানে কোন সময়ে পারিবেন তাহা নির্বাহী পরিষদের সভায় নির্ধারণ করিতে হইবে।

খ) সমিতির নিম্নলিখিত কাগজ পত্রাদি বা দলিলাদি অফিস সময়ে দপ্তর সম্পাদকের উপস্থিতিতে সদস্যগণ কর্তৃক পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকিবে ঃ

১। সংঘ বিধি।
২। সভার কার্যবিবরণী বহি।
৩। কোম্পানীর আইনের আওতায় নিযুক্ত হিসাব নিরীক্ষকের রিপোর্ট।
৪। সমিতির হিসাব নিরীক্ষকের রিপোর্ট এবং অনুমোদিত হিসাবাদী।
৫। বিভিন্ন সভার বিজ্ঞপ্তি।

৬। সমিতির নিকট সরকারী বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সংস্থা কর্তৃক পাঠানো পত্র, নির্দেশ ও বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি।

৭। যে সমস্ত দলিল কাগজাদি সদস্যগণের দেখিবার অধিকার আছে তাহার নকল নির্দিষ্ট ফি দিয়া আবেদন করিলে তাহা সভাপতি ও মহাসচিবের অনুমোদন ক্রমে সরবরাহ করা যাইবে।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত ফিস সমিতির নির্বাহী পরিষদের সভায় নির্ধারণ করিতে হইবে।

৩৩। নোটিশ :

ক) সমিতির কোন সদস্যকে নোটিশ দিতে হইলে সমিতির নিয়মাবলী মোতাবেক নোটিশ বুঝাইবে এবং নোটিশ জারী করার প্রমাণ সহ পেশ করিলেই তাহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

খ) সদস্য কর্তৃক সমিতিকে কোন নোটিশ দিলে এবং নোটিশ প্রাপ্তি স্বীকারের প্রমাণ পত্র থাকিলে তাহা গ্রহণযোগ্য হইবে।

গ) সভার নোটিশ নিয়ম মোতাবেক বিলি হইলে তাহা বৈধ গৃহীত হইবে।

ঘ) সদস্যদের রেজিস্ট্রীকৃত ঠিকানায় নোটিশ প্রেরণের প্রমাণ থাকিলে নোটিশ প্রাপ্তির বিষয়ে আপত্তি টিকিবে না।

৩৪। সমিতির অবসায়ন :

সমিতির তিন পঞ্চমাংশ সদস্য সরিয়া না যাওয়া পর্যন্ত অথবা বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত সমিতির অবসায়ন ঘটিবে না, এবং অনুরূপ অবস্থা ঘটিলে সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর এক কপি কোম্পানীর আইন ও ট্রেড অর্গানাইজেশন অর্ডিন্যান্স দৃষ্টে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে নিবন্ধক, যৌথ মূলধন কোম্পানী ও পরিদপ্তরে এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে দাখিল করিতে হইবে।

৩৫। বিবিধ :

যে সকল বিষয় সম্পর্কে এই সংঘ বিধির কোন বিধান করা সম্ভব হইল না তাহা কোম্পানী আইনের আওতাধীন ও ট্রেড অর্গানাইজেশন অর্ডিন্যান্সের নির্দেশ অনুসারে স্থির করা হইবে এবং যদি তাহাতেও কোন বিধান না থাকে তবে ডাইরেক্টর অব ট্রেড অর্গানাইজেশনের নির্দেশ বা অনুমোদনক্রমে নির্বাহী পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। যে ভাবে ব্যবস্থা বিবেচনা করা হইবে তাহা সমিতির সাধারণ সভায় অনুমোদন করাইয়া নিতে হইবে। অন্যথায় কার্যকরী হইবে না।

—

আমরা কতিপয় ব্যক্তি যাহাদের নাম, ঠিকানা, পেশা ও জাতীয়তা নিম্নে প্রদত্ত হইল, একত্রিত হইয়া উপরোল্লিখিত সংঘ বিধি অনুসারে একটি সমিতি গঠনে সম্মত হইয়া স্ব-স্ব নামের বিপরীতে স্বাক্ষর প্রদান করিলাম।

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	পদবী	স্বাক্ষর
১।	জনাব নুরুল হক চৌধুরী অর্ডান পোল্ট্রী এণ্ড ফিস কালচার ইণ্ডাস্ট্রীজ লিঃ, গাজীপুর। বাংলাদেশী।	মালিক	
২।	জনাব আজিজুর রহমান কর্ণপাড়া পোল্ট্রী ফার্ম, সাভার। বাংলাদেশী।	মালিক	
৩।	জনাব রেজাউল হক চৌধুরী বাগেরহাট পোল্ট্রী, বাগেরহাট। বাংলাদেশী।	মালিক	
৪।	জনাব জাহিদ সিদ্দিক জাহিদ পোল্ট্রী, খুলনা। বাংলাদেশী।	মালিক	
৫।	জনাব ইমেজ হাসনাইন খুলনা পোল্ট্রী, খুলনা। বাংলাদেশী।	মালিক	
৬।	জনাব সাইফুর রহমান গ্রীণ এণ্ড হোয়াইট পোল্ট্রী, মিরপুর, ঢাকা। বাংলাদেশী।	মালিক	
৭।	জনাব মোশারফ হোসেন সোনালী ফিসিং এণ্ড পোল্ট্রী, গোপালগঞ্জ। বাংলাদেশী।	মালিক	
৮।	জনাব আওলাদ হোসেন দেওয়ান দেওয়ান পোল্ট্রী, কেরানীগঞ্জ। বাংলাদেশী।	মালিক	
৯।	মিসেস মিতা খান খান পোল্ট্রী, হালীশহর, চট্টগ্রাম। বাংলাদেশী।	মালিক	
১০।	জনাব গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী নবযুগ পোল্ট্রী, সিলেট। বাংলাদেশী।	মালিক	
১১।	জনাব ফজলে নিজামী সিরাজগঞ্জ পোল্ট্রী, সিরাজগঞ্জ। বাংলাদেশী।	মালিক	
১২।	মিসেস এস, বি, করিম বিনাত মিশ্র কৃষি খামার, গাজীপুর। বাংলাদেশী।	মালিক	

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	পদবী	স্বাক্ষর
১৩।	ডঃ সিরাজুল ইসলাম ইসলাম পোল্ট্রী, রাজশাহী। বাংলাদেশী।	মালিক	
১৪।	গোলাম রব্বানী এ বি সি পোল্ট্রী, জয়পুরহাট। বাংলাদেশী।	মালিক	
১৫।	অহিদুজ্জামান জামান পোল্ট্রী, বগুড়া। বাংলাদেশী।	মালিক	
১৬।	মুন্নী চৌধুরী মানিক পোল্ট্রী, গোপালগঞ্জ। বাংলাদেশী।	মালিক	
১৭।	মোল্লা হাবিবুর রহমান হাবিব পোল্ট্রী, সায়েড়া, বাগেরহাট। বাংলাদেশী।	মালিক	
১৮।	আবুল কালাম একতা পোল্ট্রী ফার্ম, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। বাংলাদেশী।	মালিক	
১৯।	রহিমুল হক বরিশাল পোল্ট্রী, বরিশাল। বাংলাদেশী।	মালিক	
২০।	আবদুল আলিম আলিম পোল্ট্রী, টাঙ্গাইল। বাংলাদেশী।	মালিক	
২১।	মিসেস আকতার জাহান চৌধুরী জাহান পোল্ট্রী, দিনাজপুর। বাংলাদেশী।	মালিক	
২২।	এস, বোরহান উদ্দিন সাতক্ষীরা পোল্ট্রী, সাতক্ষীরা। বাংলাদেশী।	মালিক	
২৩।	মিসেস সাজেদা বেগম সি-গাল পোল্ট্রী, কক্সবাজার। বাংলাদেশী।	মালিক	
২৪।	এস, মাহবুবর রহমান মাহবুব পোল্ট্রী, দিনাজপুর। বাংলাদেশী।	মালিক	
২৫।	তোফাজ্জল হোসেন তহরা পোল্ট্রী ফার্ম, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ। বাংলাদেশী।	মালিক	

তারিখ, ঢাকা, এই .... উনিশশত একানব্বই

উপরোক্ত সাক্ষী—

স্বাক্ষর—

তারিখ—